যুগান্তর

তারিখ 2 5 SEP 2005

কুড়িগ্রামে স্কুল ফিডিং প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে
অস্বাস্থ্যকর বিস্কুট সরবরাহের অভিযোগ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রাম জেলায় ডব্লিউ এফপির স্কুল ফিডিং কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ সরবরাহকৃত বিস্কুট নষ্ট, ময়লাযুক্ত ও পোকায় ধরা। এসব বিস্কুট খেয়ে এর মধ্যেই শতাধিক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খাওয়ার অনুপযোগী এসব বিস্কুট নিয়ে বিপাকে পড়েছে শিক্ষকরা। বাধ্য হয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিস্কুট বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বিস্কুট বিতরণ বন্ধের সরকারি নির্দেশ না পাওয়ায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ করেনি। ফলে খাওয়ার অযোগ্য এসব বিস্কুট খেয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অনেকে এসব বিস্কুট মাছ ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। এ বিস্কুট স্কুলে স্কুলে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত এনজিও আরডিআর এসব কার্যক্রম মনিটরিং বন্ধ রেখেছে গত এক মাস থেকে। কোন কর্মী স্কুলে যাচ্ছে না। আর প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের চরম উদাসীনতার কারণে আশঙ্কাজনক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছে জেলার প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থী।

জানা যায়, জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউ এফপি) স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বিভিন্ন সরকারি নিবন্ধিত ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, মনোযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা গ্রহণ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে নিউট্রিশন ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম (স্কুল ফিডিং) চালু হয়। এর আওতায় কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও পঞ্চগড় জেলার ৩ হাজার ৪১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ লাখ ৯২ হাজার ৬৩৭ জন শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন ভিটামিন এবং খনিজ লবণসমৃদ্ধ ৭৫ গ্রাম ওজনের এক প্যাকেট করে বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার এক হাজার ২০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে বিস্কুট বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে আরডিআরএস নামক একটি এনজিও।

গত একমাস থেকে এই স্কুলগুলোতে আরডিআরএস সরবরাহ করছে নিম্নমানের বিস্কুট। এসব বিস্কুট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা। কুড়িগ্রাম পৌরসভার কিশলয় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও খলিলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ময়লাযুক্ত ও পোকায় খাওয়া নিম্নমানের বিস্কুটসহ লিখিত অভিযোগ করেছেন সদর টিও এবং ডিপিওর কাছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিও) কয়েকদিন থেকে ঢাকায় অবস্থান করায় শিক্ষা কর্মকর্তারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। কুড়িগ্রাম সদর টিও হেমায়েত আলী শাহ অভিযোগ দাখিলকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্কুট বিতরণ বন্ধ রাখতে মৌখিক নির্দেশ দেন। এ কারণে মঙ্গলবার থেকে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ বন্ধ থাকলেও লিখিত নির্দেশ না পাওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাওয়ার অযোগ্য নিম্নমানের এসব বিস্কুট বিতরণ করছে। ১০টি স্কুল সরেজমিন ঘুরে বিস্কুটের কার্টন খুলে দেখা যায়, প্যাকেটের গায়ে প্রস্তুতকারকের নাম হিসেবে লেখা 'গ্লোব বিস্কুট অ্যান্ড ডেইরি মিল্ক লিমিটেড, দরবেশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী'। প্রস্তুত কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণের কোন তারিখ নেই। শুধু কার্টনের গায়ে প্রস্তুতের তারিখ ২১-০৫-২০০৫, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ২১-১১-০৫ ইং এবং ব্যাচ নং-৫৫ লেখা রয়েছে। সব বিস্কুটই ছিল নষ্ট, ময়লাযুক্ত ও পোকাসহ পোকায় খাওয়া। শিক্ষার্থীরা জানায়, এসব বিস্কুট ভেতো স্বাদের, ড্যাম এবং খেলে বমি আসে। এক নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা বীথি চৌধুরী, জনতা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান ও পারভীন নাহার চৌধুরী অভিযোগ করেন সরবরাহকৃত বিস্কুটগুলো খাওয়ার অনুপযোগী।